সীমান্ত ব্যাংক উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৭ ভাদ্র ১৪২৩, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,
বিজিবি সদস্যবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসলামু আলাইকুম।

দু'শ' একুশ বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর জন্য 'সীমান্ত ব্যাংক' সীমান্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ ব্যাংকের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ব্যাংকটির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজ বিজিবি'র প্রতিটি সদস্যদের জন্যও বিশেষ আনন্দের দিন। মাত্র কয়েকদিন পর পবিত্র ঈদ-উল-আজহা। সীমান্ত ব্যাংকের উদ্বোধন এ বাহিনীর সকল সদস্যের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ঈদের বিশেষ উপহার। আমি আশা করি, এই ব্যাংক বিজিবি'র সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবে।

সুধিমন্ডলী,

উদ্বোধনের এই শুভলগ্নে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর সাহসী ও গৌরবময় ভূমিকা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তৎকালীন ইপিআর এর ওয়্যারলেসযোগে জাতির পিতার স্বাধীনতার ঘোষণা সমগ্র দেশে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেস যোগে প্রচার করায় ইপিআরের সুবেদার মেজর শওকত আলীকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজিবি'র প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ২জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮জন বীর উত্তম, ৩২জন বীর বিক্রম এবং ৭৭জন বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ৮১৭জন সদস্য শহীদ হয়েছেন। বিজিবি'র এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে সকল বিজিবি নিহত হয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন আমি তাদের ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

২০০৯ সালে পিলখানায় সংঘটিত বেদনাদায়ক ঘটনায় এই বাহিনীর তৎকালীন মহাপরিচালক ও ৫৬জন সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ৭৪টি মূল্যবান প্রাণ আমরা হারিয়েছি। আমি তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশীদার হিসেবে এই বাহিনী তাদের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব গভীর দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। বেসামরিক প্রশাসনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা

প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং দেশগঠনমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড বিজিবি'র ভূমিকা ও পেশাদারিত্ব আজ সর্বমহলে প্রশংসিত।

০৫ জানুয়ারি'র নির্বাচনের আগে ও পরে বিএনপি-জামাতের আগুন দিয়ে নিরীহ মানুষ পুড়িয়ে হত্যা, সরকারি সম্পদ ধ্বংস, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পুলিশের পাশাপাশি বিজিবি সদস্যরা যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে।

সীমান্তে বিজিবি'র কঠোর অবস্থানের ফলে চোরাচালান, মাদক পাচার, নারী-শিশু পাচার এবং সীমান্ত অপরাধ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। বিজিবি-বিএসএফ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারের ফলে সীমান্তে নিহতের ঘটনা কমে এসেছে। এছাড়া কোন কারণে বিএসএফ এর হাতে বাংলাদেশি নাগরিক আটক হলে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০' পাশ করি। এরফলে বিজিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী হয়েছে। ৪টি রিজিয়ন সদর দপ্তর স্থাপন করে কমান্ড বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে যা এ বাহিনীকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করেছে।

আমরা বিজিবির গোয়েন্দা সংস্থাকে আরও শক্তিশালী করে 'বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো' স্থাপন করেছি। বিজিবিতে ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ২৪ হাজারের অধিক জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো বিজিবি'তে ৯৭জন নারী সদস্য নিয়োগ দেই। এ বছর দ্বিতীয় দফায় আরও ১০০জন নারী সদস্যকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আমরা ভারত এবং মিয়ানমারের সাথে ৪৭৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় এবছর ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন ৫৫টি বিওপি নির্মাণ করছি। পরবর্তীতে আরও ২৫টি বিওপি নির্মাণ করে এই সীমান্ত সুরক্ষিত করা হবে। বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের যে দুর্গম সীমান্ত রয়েছে তা সুরক্ষার জন্য 'সীমান্ত সড়ক' নির্মাণের একটি প্রকল্প গত ০৭ জুলাই একনেকে অনুমোদন দিয়েছি। আশা করি, অচিরেই এর কাজ শুরু হবে।

আমরা বিজিবি'র নিজস্ব এয়ার উইং গঠন করে দিয়েছি যা এর অপারেশনাল সামর্থ্যকে আরও বৃদ্ধি করেছে।

প্রিয় বিজিবি সদস্যবৃন্দ,

স্বনির্ভরতা অর্জনে প্রতিটি বাহিনীকে আমরা সহয়তা করতে চাই। আজ যে সীমান্ত ব্যাংক চালু হচ্ছে তা বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর একটি স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান। আমি আশা করি, 'বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' আরও নতুন নতুন উপার্জনশীল প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

২০১৪ সালে পিলখানায় অনুষ্ঠিত দরবারে আপনারা আমার কাছে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছিলেন। আমি তৎক্ষনাৎ তাতে সম্মতি দেই। বিজিবি মহাপরিচালকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেই। গত বছর বিজিবি দিবসের অনুষ্ঠানে আমি সীমান্ত ব্যাংকের 'লোগো' উন্মোচন করি। একইসাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সীমান্ত ব্যাংকের 'লেটার অব ইনটেন্ট' বিজিবিকে হস্তান্তর করেন। বিজিবি'র ৪০০ কোটি টাকার প্রাথমিক মূলধন যোগান দেয়াসহ অন্যান্য কাজ শেষে আজ থেকে সীমান্ত ব্যাংকের আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হল।

এ ব্যাংকের আয় বিজিবি'র মুক্তিযোদ্ধা সদস্য, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। এ ব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, পেনশন স্কিম, গৃহনির্মাণ ঋণ, দুরারোগ্য রোগের জন্য দেশে-বিদেশে চিকিৎসা সহায়তা, কৃষি ঋণ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মত বহুবিদ খাতে ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা প্রদান করবে। বিজিবি'র নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত 'আলোকিত সীমান্ত' ও 'সমৃদ্ধির পথে সীমান্ত' এর মতো বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নেও এই ব্যাংক সহায়তা দিবে যা সীমান্ত অপরাধ রোধে ভূমিকা রাখবে। বিজিবি সদস্যের যোগ্য সন্তানদের এ ব্যাংকে নিযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যা বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে থাকে দেশের উন্নয়ন হয়। মানুষ শান্তিতে থাকে, উন্নয়নের সুফল ভোগ করে। আমরা গত সাড়ে ৭ বছরে দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, তথ্য-প্রযুক্তি, আইন-শৃঙ্খলাসহ প্রতিটি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি। আমাদের প্রবৃদ্ধি ৭.০৫ এবং মূল্যস্ফীতি ১০ বছরে মধ্যে সর্বনিম্ন মাত্র ৫.৪৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয় বেড়ে এখন ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। ৫ কোটি মানুষ নিম্নআয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। আমরা দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান বেড়েছে। আমরা সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছি।

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশীদার। আমি আশা করি, 'আস্থা সীমাহীন' এই মূলমন্ত্র ধারণ করে নবগঠিত সীমান্ত ব্যাংকের প্রত্যক কর্মকর্তা-কর্মচারি দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবে। ব্যাংকটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাড় করাবে। গ্রহকদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হবে।

প্রিয় বিজিবি সদস্যবৃন্দ,

আপনারা শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বিজিবি'র সুনামকে অক্ষুন্ন রাখবেন। সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়নে আরও নিবেদিত হবেন।

এ দেশটি আমাদের সকলের। আসুন সকলে মিলে কাজ করে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি।

সীমান্ত ব্যাংক উদ্বোধনের এই ঐতিহাসিক দিনে আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অব্যাহত উন্নয়ন, সমৃদ্ধি এবং সীমান্ত ব্যাংকের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...